প্রথম আলো

তারিখ 7 MAR 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ভেঙে পড়েছে শিক্ষাব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদক

> রাজনৈতিক দলগুলো আগে পরীক্ষার কারণে হরতাল পেছাত। এখন কোনো কিছুই বিবেচনা করা হয় না
>
> রাশেদা কে চৌধূরী
> সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা

হরতাল ও সহিংসতার কারণে সারা দেশে স্বাভাবিক শিক্ষাকার্যক্রম ভেঙে পড়েছে। শিক্ষাবর্ষ শুরুর পর গত দুই মাসে অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২০ দিনও ক্লাস হয়নি। ক্লাস বন্ধের পাশাপাশি একের পর এক পরীক্ষা পেছানো হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছে মাধ্যমিক ও সমমানের ১৩ লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী।

লেখাপড়ার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান বন্ধের দিনেও ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশেষ করে, রাজধানীর অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান শুক্র ও শনিবার ক্লাস নেওয়ার কথা জানিয়েছে। তার পরও এই অবস্থা চলতে থাকলে সিলেবাস শেষ হবে না বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জানতে চাইলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী *প্রথম আলোকে* বলেন, এখন সহিংসতা ও রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে পরবর্তী প্রজন্মের কথা রাজনৈতিক দলগুলো চিন্তা করছে না। আগে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পরীক্ষার কারণে হরতাল পিছিয়ে দিত রাজনৈতিক দলগুলো। এখন কোনো কিছুই বিবেচনা করা হয় না।

স্বাভাবিক সময়সূচি অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার এসএসসির লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হরতালের কারণে ইতিমধ্যে পাঁচটি পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে। অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে কবে পরীক্ষা শেষ হবে, সেটাও বলা যাচ্ছে না।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, হরতাল ও সহিংসতায় শিক্ষার্থীদের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে। বারবার পরীক্ষার সময় পরিবর্তন করার কারণে শিক্ষার্থীদের মনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

জামায়াতে ইসলামীর ডাকা হরতালের কারণে ৫ ফেব্রুয়ারির পরীক্ষা নেওয়া হয় ৮ ফেব্রুয়ারি, ধর্মভিত্তিক কয়েকটি দলের ডাকা হরতালের জন্য ২৪ ফেব্রুয়ারির পরীক্ষা নেওয়া হয় ১ মার্চ, জামায়াতের ডাকা হরতালে ২৮ ফেব্রুয়ারির পরীক্ষা হবে ৮ মার্চ শুক্রবার ও ৩ মার্চের পরীক্ষা হবে ৯ মার্চ শনিবার। আর বিএনপির ডাকা হরতালের জন্য ৫ মার্চের পরীক্ষা হয়েছে গতকাল বুধবার।

এর মধ্যে গতকাল এসএসসির ব্যবহারিক পরীক্ষাও পিছিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এখন ব্যবহারিক পরীক্ষাগুলো ১০ থেকে ১৪ মার্চের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। আগের সময়সূচি অনুযায়ী, এসব পরীক্ষা ৬ থেকে ১২ মার্চের মধ্যে হওয়ার কথা ছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিএনপি ও জামায়াত-শিবিরের ডাকা হরতালের কারণে বেশ কটি পরীক্ষা পেছানোর ফলে ব্যবহারিক পরীক্ষাও পেছাতে হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবুল কাশেম বলেন, ভোকেশনাল পরীক্ষার পাশাপাশি ইতিমধ্যে চারটি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিত করতে হয়েছে।

বারবার পরীক্ষার সময় বদল হওয়ায় শিক্ষার্থীরাও মনোযোগ হারিয়ে ফেলছে। নরসিংদীর ইউএমপি আদর্শ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী শাবিকুন্নাহার জানায়, একের পর এক পরীক্ষা পেছানোর ফলে সবকিছুতেই তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

মাধ্যমিক স্তর ছাড়াও দেশের পুরো শিক্ষা কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে এসেছে। আগে হরতাল হলেও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস হতো। কিন্তু এবার সহিংসতা ছড়িয়ে যাওয়ায় গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ক্লাস হচ্ছে না।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা বলেন, গত জানুয়ারিতে শিক্ষাবর্ষ শুরু হলেও বই পাওয়া, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ কিছু কারণে ক্লাস শুরু হতেই কয়েক দিন চলে যায়। এরপর ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে এসএসসি পরীক্ষা।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

ভেঙে পড়েছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ কারণে যেসব প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার কেন্দ্র আছে, সেখানে ক্লাস বন্ধ। এর মধ্যে এখন হরতাল ও সহিংসতার ঘটনা বিষফোড়া হিসেবে দেখা দিয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সারা দেশে আড়াই হাজার কলেজে প্রায় ১৪ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন। কিন্তু কয়েক দিন ধরে এসব কলেজের শিক্ষাকার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে এসেছে। বর্তমানে সম্মান দ্বিতীয় বর্ষ ও স্নাতকোত্তর প্রথম পর্বের পরীক্ষা চলছে। কিন্তু এসব পরীক্ষা একের পর এক পেছাতে হচ্ছে। সর্বশেষ গত সোমবারের সম্মান দ্বিতীয় বর্ষ ও মঙ্গলবারের স্নাতকোত্তর প্রথম পর্বের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বদরুজ্জামান বলেন, শুধু এ দুটি পরীক্ষাই নয়, আরও কিছু পরীক্ষাও পেছাতে হচ্ছে। ডিগ্রি পাস পরীক্ষার খাতাও মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষকদের কাছে দেওয়া যাচ্ছে না। এতে ফল প্রকাশে বিলম্ব হবে।

শিক্ষকেরা বলছেন, এভাবে ক্লাস ও পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ার কারণে পাঠ্যসূচি শেষ হবে না, ফল প্রকাশেও বিলম্ব হবে। তাঁরা আরও বলছেন, হরতাল ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় গত প্রায় দুই দশক ধরেই লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে। এখনকার সরকারি দলও ক্ষমতার বাইরে গেলে একই কাজ করবে। এ ব্যবস্থা থেকে উত্তরণে দল-মতনির্বিশেষে সবাইকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান শিক্ষকেরা।